

সহীহ ফিক্‌হুস সুন্নাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইসতিনজা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবু মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম

পানি দ্বারা ইসতিনজা

عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا، وغلام نحوي، إداوة من ماء، وعنزة فيستنجي بالماء

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পায়খানায় প্রবেশ করতেন, আর আমি ও আমার মত আরেকটি ছেলে তখন পানির পাত্র ও বর্শার ন্যায় লাঠিসহ তার পানি নিয়ে যেতাম। এই পানি দিয়ে তিনি শৌচকার্য করতেন।[1]

পাথর দ্বারা ইসতিনজা করার চাইতে পানি দ্বারা ইসতিনজা করাই উত্তম। মহান আল্লাহ পানি দ্বারা ইসতিনজা করার জন্য কুবা বাসীদের প্রশংসা করেছেন। যেমন: আবু হুরাইরা হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত:

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন: এ আয়াতটি কুবা বাসীদের প্রশংসায় বর্ণিত হয়েছে, ‘এখানে কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে পছন্দ করে’ (সূরা তাওবা-১০৮), রাসূল (ﷺ) বলেন, তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করে। ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।[2]

ইমাম তিরমিযী (১/৩১) বলেন: এর উপরই বিদ্বানগণ আমল করে থাকেন। তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করাকেই পছন্দ করেন, যদিও পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা তাদের নিকট বৈধ। তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করাকে উত্তম মনে করেছেন। এটি সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত।

ফুটনোট

[1] বুখারী হা/ ১৫১; মুসলিম হা/২৭০,২৭১; প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ।

[2] শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবু দাউদ হা/ ৪৪; তিরমিযী ৩১০০; ইবনে মাজাহ ৩৫৭; সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (৪৫)।